দ্বিতীয় সংস্করণ

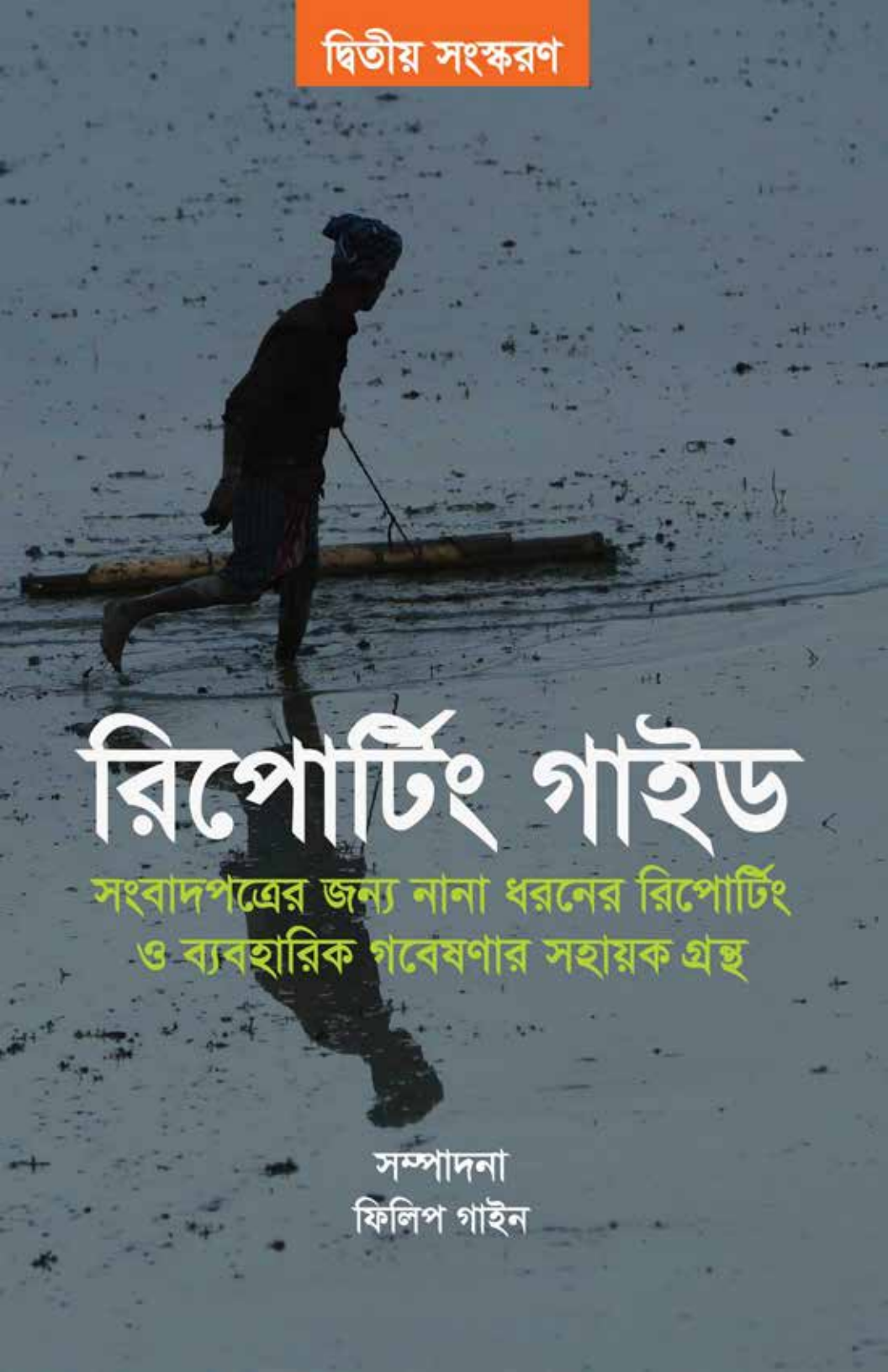

রিপোর্টিং গাইড

সংবাদপত্রের জন্য নানা ধরনের রিপোর্টিং ও ব্যবহারিক গবেষণার সহায়ক গ্রন্থ

সম্পাদনা
ফিলিপ গাইন

রিপোর্টিং গাইড

সংবাদপত্রের জন্য নানা ধরনের রিপোর্টিং
ও ব্যবহারিক গবেষণার সহায়ক গ্রন্থ

সম্পাদক
ফিলিপ গাইন

সম্পাদনা সহকারী (প্রথম সংস্করণ)
পার্থ শঙ্কর সাহা
লুসিল সরকার

সম্পাদনা সহকারী (দ্বিতীয় সংস্করণ)
গৌতম বসাক
তানিয়া সুলতানা

যাঁরা লিখেছেন
ডঃ হোসেন জিল্লুর রহমান, হাসান শাহরিয়ার, খোন্দকার আলী আশরাফ, হেদায়েত হোসাইন মোরশেদ, ফরিদ হোসেন, ফিলিপ গাইন, কুর্‌রাতুল-আইন-তাহমিনা, দুলাল বিশ্বাস, পার্থ শঙ্কর সাহা, মোবাশ্বিরা ফারজানা মিথিলা, রঞ্জন কর্মকার, লুসিল সরকার, সানজিদা খান রিপা, খাদিজা খানম, তানিয়া সুলতানা এবং আরাফাত আরা।

প্রকাশক
সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড)
১/১ পল্লবী (৬ষ্ঠ তলা), মিরপুর, ঢাকা-১২১৬, বাংলাদেশ
ফোন: ৯০২৬৬৩৬, ই-মেইল: sehd@sehd.org, www.sehd.org

প্রথম প্রকাশ: ২০০৫
দ্বিতীয় প্রকাশ: ২০১৫

আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৮৯৫২-১২-২
ISBN: 978-984-8952-12-2

স্বত্ব: সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড)

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। সংবাদপত্র বা সাময়িকীতে পর্যালোচনা বা প্রকাশের জন্য সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি ব্যতিরেকে এই গ্রন্থে প্রকাশিত কোনো লেখার আংশিক বা সম্পূর্ণ পুনর্মুদ্রণ অথবা অন্য কোনোভাবে সংরক্ষণ বা প্রকাশনার জন্য অবশ্যই স্বত্বাধিকারীর লিখিত পূর্বানুমতি নিতে হবে।

প্রচ্ছদের ছবি ও ডিজাইন: ফিলিপ গাইন
কম্পোজ ও পৃষ্ঠাসজ্জা: প্রসাদ সরকার এবং লাকী রুগা
মুদ্রক: জাহান ট্রেডার্স
মূল্য: ৫০০ টাকা US$ 15

এই বই প্রকাশ করতে নেদারল্যান্ডস ভিত্তিক ইকো-কোঅপারেশন ও জার্মানির মিজেরিওর আর্থিক সহায়তা দিয়েছে। এই বইয়ে যেসব দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত প্রকাশিত হয়েছে তা লেখকদের নিজেদের এবং আবশ্যিকভাবে ইকো-কোঅপারেশন বা মিজেরিওর-এর নয়।

Reporting Guide is edited by Philip Gain and published by Society for Environment and Human Development (SEHD). The book compiles write-ups of experienced journalists, researchers and activists who have long been writing and reporting on social, economic, gender, human rights and environment. The writers share their knowledge and skills of reporting in depth and writing for public good. The book is primarily for use of the journalists, students, educationists, human rights defenders, environmentalists and writers.

Price Tk. 500 US$ 15.

সূচি

ভূমিকা viii-xi

সংবাদপত্রের জন্য রিপোর্টিং ১-৩৮

—ফিলিপ গাইন

সংবাদপত্রের জন্য নানা ধরনের রিপোর্টিং: সাদামাটা রিপোর্ট, ডেপথ রিপোর্ট এবং অনুসন্ধানী রিপোর্ট

খবরের উৎস ও সূত্র ৩৯-৪৮

—হাসান শাহরিয়ার

সংবাদ রচনা ও সম্পাদনা শৈলী ৪৯-৬৭

—খোন্দকার আলী আশরাফ ও ফিলিপ গাইন

সংবাদের সংজ্ঞায়ন, সম্পাদনা প্রক্রিয়া, সংবাদের পাণ্ডুলিপি কাটছাঁট, প্রতিবেদন রচনার কলাকৌশল, সংবাদ সূচনা, ক্ষুদ্র বাক্যের ব্যবহার, ব্যাকরণ ও বানানের ভুল, আদ্যাক্ষর, সংখ্যার ব্যবহার, এবং উদ্ধৃতির ব্যবহার।

রিপোর্টিং-এ ব্যবহারিক গবেষণা ৬৮-১০২

—হোসেন জিল্লুর রহমান

তথ্যের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি, ভালো রিপোর্টিং-এ গবেষণালব্ধ তথ্য ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা, গবেষণার বিভিন্ন ধাপ: সমাজ গবেষণায় প্রাক-ধারণার ভূমিকা, সমাজ গবেষণায় মানুষ বা human subject-এর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি, পূর্বপাঠের পর্যালোচনা (literature review), গবেষণার বিষয় নির্দিষ্টকরণ, নমুনা নির্বাচন (sample selection), নমুনার আকার, গবেষণায় একক (unit) ও চলক (variable) প্রসঙ্গ, প্রশ্নমালা প্রণয়ন ও তথ্য সংগ্রহ, প্রশ্নমালা প্রণয়নে সাধারণ ভুল, প্রশ্নমালার কাঠামো, উপাত্তের ধরণ ও তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়া, স্মৃতিনির্ভর তথ্যের জটিলতা, পূর্ণ সত্য বনাম গ্রহণীয় সত্য, তথ্য উৎসের প্রকারভেদ, জরিপ বনাম কেসস্টাডি, পর্যবেক্ষণ, তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও উপস্থাপন, তথ্য বিশ্লেষণ, প্রতিবেদন প্রস্তুতি এবং শেষ কথা।

রিপোর্টারের আচার-বিচার ও নিরাপত্তা ১০৩-১০৮

—ফরিদ হোসেন

ইন্টারনেট: রিপোর্টারের জন্য তথ্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার ১০৯-১২৩

—লুসিল সরকার

বাংলাদেশে ইন্টারনেট, রিপোর্টিং-এ ইন্টারনেট, ইন্টারনেট-এর ব্যবহার, World Wide Web বা WWW, Newsgroups এবং তথ্যসূত্র উল্লেখ করা বা reference দেওয়া।

সংবাদ সম্পাদনার টুকিটাকি ১২৪-১৪৬

—খাদিজা খানম এবং আরাফাত আরা

তৎসম শব্দ; অ-তৎসম অর্থাৎ তদ্ভব, দেশী, বিদেশী, মিশ্র শব্দ; ণ-ত্ব বিধান; ষ-ত্ব বিধান; ১০১টি ভুল বানান/শুদ্ধ বানান; বিরামচিহ্ন এবং পরিসংখ্যান ও পরিমাপের ব্যবহার।

তথ্যসূত্র হিসাবে গ্রন্থাগার ১৪৭-১৬৬

—সানজিদা খান রিপা এবং তানিয়া সুলতানা

নির্বাচিত গ্রন্থাগার ও ডকুমেন্টেশন সেন্টার; পেশাদার গ্রন্থাগার; গবেষণা প্রতিষ্ঠান; সংবাদপত্রের গ্রন্থাগার; বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ডকুমেন্টেশন সেন্টার; আন্তর্জাতিক সংস্থার গ্রন্থাগার; বিশেষ গ্রন্থাগার; এবং আলোকচিত্র, মানচিত্র, স্যাটেলাইট ইমেজ, ইত্যাদি।

সাক্ষাৎকার ১৬৭-১৮২

—রঞ্জন কর্মকার

সাক্ষাৎকারের প্রয়োজন, সাক্ষাৎকারের মূল আকর্ষণ, সাক্ষাৎকারের ধরন, সাক্ষাৎকার গ্রহণের পূর্ব প্রস্তুতি, সাক্ষাৎকার গ্রহণের কৌশল, মানবিক সম্পর্ক, বক্তব্য হুবহু লিপিবদ্ধ করুন, রেকর্ড করা চলবে না, মানবিকীকরণ, সাক্ষাৎকারের কলেবর, প্রশ্ন করার কৌশল, সাক্ষাৎকারের পরিবেশ, প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি এবং লেখার পালা।

ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন ১৮৩-২০২

—দুলাল বিশ্বাস

ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদনের বৈশিষ্ট্য; কাঠামো এবং করণীয়; বাংলাদেশে ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদনের প্রয়োজনীয়তা; বাংলাদেশে ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদনের সমস্যা; সম্পাদকীয় ও ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদনের পার্থক্য; এবং অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের সাথে পার্থক্য।

ফিচার আর ফিচার ২০৩-২৫৭

—হেদায়েত হোসাইন মোরশেদ

কিছু ভাবনা কিছু সম্ভাবনা, আরো কিছু সম্ভাবনার কথা, সংজ্ঞা ও সংলগ্নতা, আরো কিছু বক্তব্য ও ভাষা, এক নজরে বৈসাদৃশ্য+আমি+ত্রিবলয়, কীভাবে লিখব কীভাবে সুন্দর হবে? বিন্দু থেকে সিন্ধু: দৃষ্টান্ত নিয়ে ব্রেইন-স্টর্মিং, ফিচারের বিষয় ও শ্রেণি, এবং আরো কিছু বিষয় ও একটি অনুশীলন।

পরিবেশ রিপোর্টিং ২৫৮-২৭৮

—ফিলিপ গাইন

আদিবাসীদের নিয়ে রিপোর্টিং ২৭৯-৩০৩

—ফিলিপ গাইন ও পার্থ শঙ্কর সাহা

আদিবাসীদের বিরুদ্ধে সহিংসতার ধরন, আদিবাসীদের মৌলিক বিষয় নিয়ে রিপোর্টিং, এবং আরো কিছু পরামর্শ

বই-এ যৌনকর্মী: না গবেষণা, না রিপোর্টিং ৩০৪-৩২১

—কুর্‌রাতুল-আইন-তাহমিনা

নারী বিষয়ক রিপোর্টিং ৩২২-৩৪৩

—মোবাশ্বিরা ফারজানা মিথিলা

সাংবাদিকতায় তথ্য অধিকার আইন ৩৪৪-৩৫৩

—ফরিদ হোসেন

সংবাদপত্র বিষয়ক আইন ও নীতিমালা ৩৫৪-৩৭৩

—পার্থ শঙ্কর সাহা

আইনের পটভূমি, আইন, সাংবিধানিক ধারা, আদালত অবমাননা, সরকারি গোপনীয়তা আইন ১৯২৩, রাষ্ট্রদ্রোহ, মানহানি, নির্বাচন সম্পর্কে মিথ্যা বিবৃতি, সাক্ষ্য আইন (Evidence Act 1872), শিশু আইন, ছাপা খানা ও প্রকাশনা (ঘোষণা ও নিবন্ধিকরণ) আইন ১৯৭৩, প্রেস কাউন্সিল আইন (১৯৭৪) ও মূল্যায়ন।

বাংলাদেশের সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থা এবং সাংবাদিকের জন্য অনুসরণীয় আচরণ বিধি, ১৯৯৩ (২০০২ সালে সংশোধিত) ৩৭৪-৩৭৮

ভূমিকা

সংবাদপত্র এবং অন্যান্য সংবাদ মাধ্যমের প্রাণ ভালো রিপোর্টিং। আর ভালো রিপোর্টিং মানেই অনুসন্ধান, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং বেশি বেশি প্রাথমিক তথ্য-তালাশ, গভীর পটভূমি ইত্যাদি। রিপোর্টিং গাইড বইটি এই ভালো রিপোর্টিং নিয়েই। এটি সাংবাদিকদের জন্যতো বটেই ছাত্র-শিক্ষক, যারা পরিবেশ, মানবাধিকার ও সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য কাজ করেন, গবেষণা করেন এবং লিখেন এই বই তাদের জন্যও।

সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড) তার প্রতিষ্ঠার সময় (১৯৯৩) থেকে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা ও ভালো রিপোর্টিং-এর অনুসারী। এ কারণেই সাংবাদিক, মানবাধিকার কর্মী, পরিবেশ কর্মী এবং আদিবাসীসহ অনেকের জন্য আয়োজন করেছে নানা ধরনের প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা। সাংবাদিকদের জন্য আয়োজিত কর্মশালাগুলোতে সবসময়ই পেশাদার সাংবাদিকরা প্রশিক্ষক হিসাবে থেকেছেন। এসব প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় যেসব প্রশিক্ষণ সামগ্রী ব্যবহার হয়েছে সেসব এবং প্রশিক্ষকদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে নানা অধ্যায় লেখা হয়েছে। রিপোর্টিং ও ব্যবহারিক গবেষণার উপর প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার কথা মাথায় রেখেই বইটি তৈরি করা হয়েছে। এ বইটি তাই প্রশিক্ষণে ব্যবহারের জন্য একটি সহায়ক গ্রন্থ বটে।

কিছু তাত্ত্বিক আলোচনা আছে সাদামাটা, ডেপথ, অনুসন্ধানী ও ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন লেখা নিয়ে। তবে সেগুলো যারা লিখেছেন তারা তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার কথাও বলেছেন লেখার মধ্যে এবং নমুনা হিসাবে ব্যবহার করেছেন নিজেদের করা রিপোর্ট এবং লেখা। এ পর্বে সংবাদ লেখার কাঠামো এবং সম্পাদনার টুকিটাকির উপর বেশি নজর দেয়া হয়েছে। এসব টুকিটাকি বিশেষ করে যারা সংবাদ রচনা ও সম্পাদনা করেন তাদের কাজে লাগবে প্রায়শই। কয়েকটি লেখা, যেমন, ইন্টারনেটের ব্যবহার ও তথ্যসূত্র হিসাবে গ্রন্থাগার যত্নবান একজন রিপোর্টার, পরিবেশ ও মানবাধিকার কর্মী এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থীর নিত্যসঙ্গী হতে পারে। বাংলাদেশে সাংবাদিকরা অত্যন্ত প্রতিকূলতার মধ্যে কাজ করেন। নিরাপদে থেকে এবং নিজের আচার-বিচারের সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে একজন রিপোর্টার কীভাবে তার পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে পারেন তা নিয়েও আলোচনা আছে একটি লেখায়।

সেড-এর প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় রিপোর্টিং-এর ব্যবহারিক গবেষণা কৌশল সবসময়ই গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে। অর্থনীতিবিদ ও গবেষক ড. হোসেন জিল্লুর রহমান এক দশকের অধিককাল ধরে এসব প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় ব্যবহারিক গবেষণা কৌশল নিয়ে যে আলোচনা করেছেন তা সব প্রশিক্ষণার্থীর মনে দাগ কেটেছে। তার করা সহজ-সরল আলোচনা থেকেই মূলত তৈরি হয়েছে তার লেখা। গবেষণার কলাকৌশল আলোচনা করতে গিয়ে তিনি অত্যন্ত সফলভাবে বোঝাতে পেরেছেন মানুষের প্রতি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সাধারণ বোধবুদ্ধি সজাগ থাকলে একজন রিপোর্টার বা অন্য যেকেউ ভালো ও ফলপ্রসূ গবেষণা করতে পারেন। গবেষণার ক্ষেত্রে তার সহজপাঠ শিক্ষার্থীদের কাজে লাগবে নিঃসন্দেহে।

ফিচার নিয়ে দীর্ঘ লেখা তৈরি করেছেন সুপরিচিত সাংবাদিক, প্রশিক্ষক এবং দক্ষ ফিচার লেখক হেদায়েত হোসাইন মোরশেদ। তার লেখা নিয়ে আলাদা একটা বই-ই হতে

পারতো। তার দীর্ঘদিনের সাংবাদিকতা ও ফিচার লেখার অভিজ্ঞতা থেকে অজস্র উদাহরণ ও পরামর্শ দিয়েছেন। ফিচার লেখায় যারা আগ্রহী ও যত্নবান তারা নিঃসন্দেহে উপকৃত হবেন তার লেখা থেকে।

বর্তমানে সাংবাদিকতায় আগ্রহের একটি জায়গা পরিবেশ। পরিবেশ নিয়ে চিন্তাভাবনা এবং রিপোর্টিং কী হচ্ছে, কীভাবে হচ্ছে, পরিবেশ রিপোর্টিং-এর গলদ কোথায়, কীভাবে সত্যিকার অর্থে ভালো পরিবেশ রিপোর্ট করা যায় এসব নিয়ে একটি লেখা পরিবেশ নিয়ে উৎসাহী লেখকদের কিছু কাজে আসবে নিঃসন্দেহে।

আদিবাসীদের নিয়ে আগ্রহের কমতি নেই সাংবাদিক, পরিবেশ ও মানবাধিকার কর্মীদের মধ্যে। আদিবাসীদের বিরুদ্ধে বড় কোনও সহিংসতার ঘটনা ঘটলে বিপুল উৎসাহে তারা সেখানে ছুটে যান। আদিবাসীদের মৌলিক বিষয়ে কীভাবে আরো বেশি করে নজর দিতে পারেন এবং ব্যাখ্যামূলক ও অনুসন্ধানী রিপোর্ট করতে পারেন সে বিষয়ের দিকে খেয়াল রেখে তৈরি করা হয়েছে একটি লেখা যা অনেকের কাজে আসবে।

রিপোর্টার একটি বিষয়ে রিপোর্ট করতে করতে ঐ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠতে পারেন এবং তার দীর্ঘকালের অনুসন্ধান ও লেখালেখি থেকে যে চমৎকার বইও তৈরি হয়ে যেতে পারে এমন উদাহরণ অনেক আছে। "বই-এ যৌনকর্মী" লেখায় কুররাতুল-আইন-তাহ্‌মিনা অনুসন্ধানী রিপোর্ট করতে করতে কীভাবে বাংলাদেশের যৌনকর্মীদের নিয়ে একটি বই লিখেছেন সে অভিজ্ঞতাই বর্ণনা করেছেন। সেড-ই তাকে এবং সেড-এর প্রাক্তন গবেষণা কর্মকর্তা শিশির মোড়লকে যৌনকর্মীদের নিয়ে গভীর অনুসন্ধান এবং একটি বই লেখার সুযোগ করে দেয়। তাদের বছর তিনেকের অনুসন্ধানের ফল অনেক রিপোর্ট এবং বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় দুটি বই যা এখন যৌনকর্মীদের নিয়ে আগ্রহীদের অত্যাবশ্যকীয় গ্রন্থ। পরিশ্রমী রিপোর্টার তার পেশাগত দক্ষতা কাজে লাগিয়ে কীভাবে শিক্ষকও হয়ে উঠতে পারেন যৌনকর্মীদের নিয়ে দুজন সাংবাদিকের কাজ সেটিই প্রমাণ করে। নারী বিষয়ক রিপোর্টিং নিয়ে মোবাশ্বিরা ফারজানা মিথিলার লেখাটিতে আছে আরো কিছু তথ্য এবং কলাকৌশল নিয়ে আলোচনা এবং পরামর্শ। দ্বিতীয় সংস্করণের একটি নতুন অধ্যায় "সাংবাদিকতায় তথ্য অধিকার আইন"। একজন সাংবাদিক কীভাবে এ আইন কাজে লাগিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন তাই নিয়ে আলোচনা করেছেন অভিজ্ঞ সাংবাদিক ফরিদ হোসেন। সবশেষে সংবাদপত্র বিষয়ক বিধি-বিধান ও নীতিমালা নিয়ে লেখা এবং সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের জন্য অনুসরণীয় আচরণবিধি। সাংবাদিকদের অধিকার, দায়িত্ব, সীমাবদ্ধতা, নৈতিকতা এসব নিয়েই আলোচনা হয়েছে এ অধ্যায়ে।

রিপোর্টিং গাইড-এর একটি বৈশিষ্ট্য হলো অনেক লেখাতেই সংবাদপত্র সাময়িকী এবং বই-এ প্রকাশিত রিপোর্ট, ফিচার, সাক্ষাৎকার এবং উদ্ধৃতির ব্যবহার। যারা লিখেছেন তাদের সাথে শুরু থেকেই এ নিয়ে আলাপ করেছি। সবাইকে অনুরোধ করেছি তারা যেন তাদের অনুসন্ধান, গবেষণা ও রিপোর্টিং-এর আলোকে তৈরি করেন তাদের লেখা। তারা সে অনুরোধ অনেকাংশে রক্ষা করেছেন। ফলে বইটি ব্যবহার করতে গিয়ে কলাকৌশল নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি তার বাস্তব প্রয়োগ দেখা যাবে।

রিপোর্টিং গাইড বইটি তৈরি ও প্রকাশের পরিকল্পনা দীর্ঘ দিনের। কাজেই এর সাথে

অনেকেই জড়িত ছিলেন বিভিন্ন সময়। যারা বইটিতে লিখেছেন তাদের অধিকাংশ সেড-এর প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় কোনো না কোনো সময় প্রশিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং সেডের কাজের সাথে জড়িত ছিলেন। এদের সবার আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং সম্মিলিত সহযোগিতায় বইটি প্রকাশ করা সম্ভব হলো। এদের সবার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমার সহকর্মীদের মধ্যে পার্থ শঙ্কর সাহা, লুসিল সরকার, ফিরোজ জামান চৌধুরী এবং আরাফাত আরা প্রথম সংস্করণের সময় অনেকদিন ধরে লেখাগুলো সংশোধন ও পরিমার্জনে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন। *রিপোর্টিং-এ ব্যবহারিক গবেষণা* লেখাটি তৈরি হয়েছে মূলত কোঅর্ডিনেটিং কাউন্সিল ফর হিউম্যান রাইটস ইন বাংলাদেশ (সিসিএইচআরবি) ও সেডের কর্মশালায় দেয়া ড. হোসেন জিল্লুর রহমানের লেকচার রেকর্ড থেকে। উনিশ শ আশির দশকের শেষের দিকে তার দেয়া লেকচার থেকে তৈরি হয়েছিল মূল লেখা যা ছাপা হয়েছে তারই সম্পাদিত "মাঠ গবেষণা ও গ্রামীণ দারিদ্র্য" গ্রন্থে। ২০০৩-এ সেডের কর্মশালায় তিনি ব্যবহারিক গবেষণা কৌশল নিয়ে যে আলোচনা করেন তার রেকর্ড থেকে পার্থ শঙ্কর সাহা লেখাটি আরো পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করেছেন।

'সংবাদ সম্পাদনার টুকিটাকি' লেখাটি যত্নের সাথে পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং সংশোধন করে দিয়েছেন অধ্যাপক হায়াৎ মামুদ। একইভাবে 'সংবাদপত্র বিষয়ক আইন ও নীতিমালা' লেখাটি দেখে দিয়েছেন আইনজ্ঞ ডঃ শাহদীন মালিক। বইটির নাম নির্বাচন ও অন্যান্য কিছু বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছেন অধ্যাপক আহাদুজ্জামান মো: আলী। তাঁদের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই। বইটির প্রথম সংস্করণের জন্য অক্ষর বিন্যাস ও অঙ্গসজ্জায় সময়ে-অসময়ে কাজ করেছেন সোলায়মান বাচ্চু, রোজী ডিঃ রোজারিও এবং লাকী রুগা। এদের সবাইকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। বইটির দ্বিতীয় সংস্করণের সময় সেডের সিনিয়র রিসার্চার গৌতম বসাক ও ডকুমেন্টেশন ইনচার্জ তানিয়া সুলতানা পুরো বইয়ের প্রুফ রিডিং এবং কয়েকটি অধ্যায় হালনাগাদও করেছেন। প্রসাদ সরকার এবং মো: মোজহারুল হক পৃষ্ঠাসজ্জা এবং প্রচ্ছদ ডিজাইনে বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন। এদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

নেদারল্যান্ড-ভিত্তিক দাতা সংস্থা ইকো-কোঅপারেশন এবং জার্মানির মিজেরিওর-এর আর্থিক সহায়তায় বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের কাজ সহজ হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠান দুটোর প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। নাম উল্লেখ করে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা গেল না এমন অনেক প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি আছে যাদের সহযোগিতা সেড পেয়েছে নানাভাবে। এদের সবার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

বইটি যারা ব্যবহার করবেন তাদের প্রতি অনুরোধ বইটির মধ্যে কোনো ভুল চোখে পড়লে এবং বইটির উৎকর্ষতার জন্য যেকোনো পরামর্শ আমাদেরকে লিখে জানান।

ফিলিপ গাইন
সম্পাদক

লেখক পরিচিতি

ডঃ হোসেন জিল্লুর রহমান, অর্থনীতিবিদ, গবেষক এবং নির্বাহী সভাপতি, পাওয়ার এন্ড পার্টিসিপেসন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি)।

খোন্দকার আলী আশরাফ, সাবেক সহকারী সম্পাদক, *দৈনিক যুগান্তর*; সাবেক সহকারী সম্পাদক, *দৈনিক বাংলা*; এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সাবেক খণ্ডকালীন শিক্ষক।

হাসান শাহরিয়ার, সাংবাদিক ও প্রেসিডেন্ট এমিরেটাস, কমনওয়েলথ জার্নালিস্টস এসোসিয়েশন।

হেদায়েত হোসাইন মোরশেদ (প্রয়াত), *দৈনিক বাংলা*'র বিশেষ প্রতিনিধি সত্তরের দশক থেকে। আশির দশকের শেষে অতিরিক্ত দায়িত্ব চিফ রিপোর্টার হিসাবে। এর আগে বর্তমানে বিলুপ্ত *দৈনিক গণবাংলা* ও *দৈনিক পূর্বদেশ*-এর চিফ রিপোর্টার। বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের গবেষণা বিভাগের সাবেক পরিচালক। মুক্তিযুদ্ধ, সাংবাদিকতা, সঙ্গীতসহ বিভিন্ন বিষয়ে একাধিক গ্রন্থের লেখক।

ফরিদ হোসেন, প্রতিবেদক, টাইম ম্যাগাজিন; সাবেক ব্যুরো চীফ, এসোসিয়েটেড প্রেস (এপি), ঢাকা।

ফিলিপ গাইন, ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক; সাধারণ সম্পাদক, সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড) এবং ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনির্ভাসিটি বাংলাদেশ-এর মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগের খণ্ডকালীন শিক্ষক।

কুর্‌রাতুল-আইন-তাহমিনা, সাংবাদিক।

পার্থ শঙ্কর সাহা, সাংবাদিক; সেড-এর সাবেক গবেষক।

মোবাশ্বিরা ফারজানা মিথিলা, সাংবাদিক।

রঞ্জন কর্মকার, নির্বাহী পরিচালক, স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট (এসটিইপিএস)।

দুলাল বিশ্বাস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক।

লুসিল সরকার, সেড-এর সাবেক গবেষণা কর্মকর্তা।

সানজিদা খান রিপা, সেড-এর সাবেক ডকুমেন্টেশন ইনচার্জ।

তানিয়া সুলতানা, সেড-এর ডকুমেন্টেশন ইনচার্জ।

খাদিজা খানম, সেড-এর সাবেক সহকারী গবেষক।

আরাফাত আরা, সেড-এর সাবেক সহকারী গবেষক।

"অনুসন্ধানী রিপোর্টিং রাষ্ট্রনায়কদের পতন ঘটাতে পারে (যেমনটি ঘটেছিলো নিক্সনের বেলায়) এবং যুদ্ধের গতি পরিবর্তন করে দিতে পারে (ভিয়েতনাম যুদ্ধ যার উদাহরণ)। বর্ণবৈষম্যের মতো চরম বর্বরতার বিষয়গুলো জনসমক্ষে তুলে ধরে এসব বিলোপে বড় ধরনের অবদান রাখতে পারে শক্তিশালী রিপোর্টিং।"

—নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন

দ্বিতীয় সংস্করণ

রিপোর্টিং গাইড

সাংবাদিক; পরিবেশ, মানবাধিকার ও উন্নয়ন কর্মী;
শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং লেখালেখিতে আগ্রহীদের সহায়ক গ্রন্থ।

এ গ্রন্থে রয়েছে

সংবাদপত্রের জন্য রিপোর্টিং
খবরের উৎস ও সূত্র
সংবাদ রচনা ও সম্পাদনা শৈলী
রিপোর্টিং-এ ব্যবহারিক গবেষণা
রিপোর্টারের আচার-বিচার ও নিরাপত্তা
ইন্টারনেট: রিপোর্টারের জন্য তথ্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার
সংবাদ সম্পাদনার টুকিটাকি
তথ্যসূত্র হিসাবে গ্রন্থাগার
সাক্ষাৎকার
ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন
ফিচার আর ফিচার
পরিবেশ রিপোর্টিং
আদিবাসীদের নিয়ে রিপোর্টিং
বই-এ যৌনকর্মী: না গবেষণা, না রিপোর্টিং
নারী বিষয়ক রিপোর্টিং
সাংবাদিকতায় তথ্য অধিকার আইন
সংবাদপত্র বিষয়ক আইন ও নীতিমালা
সাংবাদিকের জন্য অনুসরণীয় আচরণ বিধি

আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৮৯৫২-১২-২
ISBN: 978-984-8952-12-2

মূল্য: ৫০০ টাকা US$ 15

SEHD
Society for Environment and Human Development